



রামনবমী ব্রত

রামায়ণের কাহিনী অনুসারে, রামনবমীতে রাজা দশরথের ঘরে ভগবান রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাবণকে বধ করার জন্য ত্রৈলোক্যে রামের জন্ম হয়। রামচন্দ্রকে শ্রী ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হিসেবে দেখা হয়। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতাপি দ্বিতীয়ে শুক্লপক্ষের নবমী তিথি পর্যন্ত — এই নবরাত্রির নবম দিনে রামনবমী উদযাপিত হয়। ভগবান রামের উল্লেখ যে শুধুমাত্র প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা নয়, জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থেও ভগবান রামের উল্লেখ আছে। প্রতি বছর এই দিনটিকে ভগবান রামের জন্ম তিথি হিসেবে পালন করা হয়, ভারত সহ গোটা বিশ্বে। এই রাম নবমীতে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে শুভ শক্তিকে আমন্ত্রণ জানান হয়।

রামনবমী তিথিতে ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম-উৎসব পালন করা হয়। হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থগুলিতে যসেব জনপ্রিয়, দেবতার কথা পাওয়া যায়, তার অন্যতম হলেন রাম। সারা দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়, রাম জনপ্রিয়, দেবতা। লোকবিশ্বাসানুসারে, রামের জন্মস্থান হল ভারতের অযোধ্যা শহর।

এই উৎসবের দিনে মন্দ শক্তিকে পরাজিত করে ভালোর প্রতিষ্ঠা করা হয়, অর্ধমকে

নক্ষিপে করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উৎসবের দিন সকালে হিন্দুদের আদিদেবতা সূর্য দেবকে জল প্রদান করে, সর্বোচ্চ ক্রমতার অধিকারী সূর্য দেবতার আশীর্বাদ গ্রহণ করা হয়। রাম নবমী উপলক্ষ্যে ধার্মিক ব্যক্তিরা সমগ্র দিন জুড়ে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন। কিছু বৈষ্ণব হিন্দু একটি মন্দিরে যান যখন অন্যরা তাদের বাড়িতে প্রার্থনা করেন এবং কটে কটে পূজা এবং আরতরি অংশ হিসাবে সঙ্গীত সহ ভজন বা কীর্তনে অংশগ্রহণ করেন।

রাম নবমীতে মর্যাদার প্রতিমূর্তি ভগবান রামের পূজা করলে খ্যাতি এবং সৌভাগ্য আসে। জীবনে সর্বদা সুখ এবং সমৃদ্ধি থাকে। ভগবান রামের উপাসনা করলে জীবনে ইতিবাচকতা বজায় থাকে এবং সমস্ত কাজ বিনা বাধায় সম্পন্ন হয়। রাম নবমী পালন করার মূল উদ্দেশ্য হল অধর্মকে বিনাশ করে ধর্মকে স্থাপন করা।

এ দিন নিষ্ঠা নিয়ে পূজা করলে মনের অনেকে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। ভগবানের কৃপায় সব ধরনের সংকট থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এ দিন পূজা করলে। রামনবমীর দিন ভগবান রামের সঙ্গী দেবী দুর্গারও পূজা করেন। সন্ধ্যেরে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলেও বিশ্বাস করেন অনেকে।

এ বছর (2023) [বাংলার 1429 সাল] চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতাপিদি শুরু হবে নবমী তিথি 21st March 2023 (মঙ্গলবার) রাত 10:53 মিনিট থেকে শুরু হবে কিন্তু 22nd March 2023 (বুধবার) সূর্য উদয়ের সঙ্গে শুক্ল পক্ষের প্রতাপিদি শুরু হবে। তাই 22nd March 2023 (বুধবার) থেকে নবরাত্রীর প্রথম দিন প্রতাপিদি শুরু ধরা হবে।

রামনবমী-নবরাত্রীর প্রথম দিন প্রতাপিদি 22nd March 2023 (বুধবার) থেকে শুরু ধরা হবে।

রামনবমী-নবরাত্রীর নবম দিন অর্থাৎ নবমী তিথি 30th March 2023 (বৃহস্পতিবার) রাত 11:31 পর্যন্ত থাকবে। তাই রামনবমী 30th March 2023 (বৃহস্পতিবার) পালতি হবে এবং রামপূজা, সীতাপূজা এবং হনুমান ঝান্ডা পতাকা পূজন করা হবে। রাম নবমীর দিন সারা দেশেরে রাম মন্দিরে ভগবান শ্রী রামের আরাধনা করা হয়।

রাম নবমীর দিনসমস্ত মনস্কামনা পূরণ করতে হনুমানজি এবং হনুমান ঝান্ডা পতাকা পূজা করুন

2023 সালের রাম নবমীর সময়সূচী:

নবমী তিথি শুরু – 29th March 2023 (বুধবার) রাত 09:08 PM থেকে শুরু।

নবমী তিথি শেষ – 30th March 2023 (বৃহস্পতিবার) রাত 11:31 PM পর্যন্ত।

তারিখ : 30th March 2023 (বৃহস্পতিবার)

রামনবমী বিশেষ পূজা মুহুর্ত : 10:27 AM থেকে 12:54 PM. (সময়কাল = 02 ঘন্টা 27

মনিটি)

চতৈর নবরাত্রিরি রাম নবমী, মন্ত্ৰ জপে কাটবে বাস্তুদোষ থেকে গ্রহদোষ

রাম নবমীর দিন[30th March 2023(বৃহস্পতিবার)] শুভ মুহুর্তে ভগবান রামকে ধ্যান করার সময়, "শ্রী রামচন্দ্র কৃপালু ভজমান হারান ভাবা দারুণম" এর প্রশংসা. ভগবান শ্রীরামের পূজা করুন। এতে আপনার জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়।

রামনবমীর দিন, শুভ সময়ে রাম রক্ষা স্তোত্র পাঠ "চরতিম্ রঘুনাথস্য শতকোটী প্রবষ্টিম্। একাইকাক্ষরম পুনসান মহাপত পাঠ করুন.." পদ্ধতিগতভাবে। এতে করে আপনার জীবন থেকে সঙ্কট দূর হবে, আপনি সর্বদা সুখী থাকবেন।

হনুমান চালসিয়. শ্রী রামজরি পরম ভক্ত হনুমান জরি প্রশংসা পাওয়া যায়। অতএব, আপনি যদি আপনার মনের কোনও ইচ্ছা রাখতে রামনবমীতে হনুমান চালসি পাঠ করেন, তবে ভগবান রাম এবং ভক্ত হনুমান উভয়ের কৃপায়. আপনার ইচ্ছা পূরণ হয়।

যদি আপনার জীবনে কোনও সংকট বা বিপর্যয়. আপনাকে ছেড়ে না যায়, তাহলে রামনবমীর দিন রামায়ণ বা রামচরিত মানস পাঠ করুন। এতে করে আপনার জীবনের সকল ঝামেলা দূর হয়ে যাবে।

যদি আপনি চান যে আপনার জীবনে মঙ্গল থাকুক, তাহলে এই দিনে "মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হরি দ্রুত সুদাসারথ আজরি বহিরী" চটপাই প্রয়োগ করে সুন্দরকাণ্ড পাঠ করুন।

আপনার বাড়িতে যদি কোনও বাস্তু ত্রুটি থাকে তবে তা দূর করার জন্য, রাম নবমীর দিন একটি পাত্র গুগাজল নিন, তারপরে ভগবান রামের ধ্যান করে, শ্রী রামের প্রতিক্ষা মন্ত্ৰ 'ওম শ্রীম হবনি ক্লেইন রামচন্দ্রায়. শ্রীম নমঃ'। 108 বার জপ করুন। এর পর পাত্রের রাখা জল বাড়ির চারদিকে ছটিয়ে দিন। এটি করলে আপনার ঘরের বাস্তু দোষ ও দৃষ্টির ত্রুটি দূর হয়।

আপনি যদি আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে রাম নবমীর দিন পদ্ধতিগতভাবে রামাস্টক পাঠ করুন। এতে করে অর্থ উপার্জন হয়।

শ্রীরাম নবমী ব্রত

ব্রতকথাঃ- একসময়. পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে মহর্ষি সনক প্রশ্ন করছিলেন ও জানতে চেয়েছিলেন যে কীভাবে দশরথ ও কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রের মতো পুত্র লাভ করছিলেন। উত্তরে ব্রহ্মা বলছিলেন যে মহারাজ দশরথ ও কৌশল্যা দীর্ঘদিন পুত্রাদি লাভ না করে বড়ই চিন্তিত ছিলেন। তাঁরা দুজনে একসময়ে পুত্র লাভের আশায়. ভগবান সদাশিবের আরাধনা করেন। পুত্রশোক কাতর এই দুজনের ভক্তিতে ভগবান সদাশবি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁদের কাছে এসে তাঁদের কী কামনা তা জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে তাঁরা দুজন বলছিলেন যে কী করলে তাঁরা পুত্রলাভ করতে পারবে তার উপায়. তিনি বললেন। এই কথা শুনতে ভগবান

সদাশবি বলছেলিনে যে তাঁরা যদি পুত্রষেটি যজ্ঞ করে তাহলে স্বয়ং নারায়ণকে সন্তান হিসাবে পাবেন। এই কথা শুনতে মহারাজ দশরথ পুত্রষেটি যজ্ঞ করলেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই কটৌশল্যা গর্ভবর্তী হলেন এবং সঠিক সময়ে শুভলগ্নে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের, পুনর্বসু নক্ষত্রে নবমী তথিতিতে স্বয়ং নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ করলেন দশরথ গৃহে।"

এই কথা শোনার পর মহর্ষি সনক ব্রহ্মাকে এই ব্রতের ন্যায় জানতে চাইলে ব্রহ্মা বললেন যে ব্রত পালনের আগের দিন নিরামষি খেয়ে সংযমী হয়ে তৃণ শয্যায় শয়ন করতে হয়। পরদিন সকালে উঠে স্নান করে শুদ্ধাচারে সংকল্প করে প্রথমে কটৌশল্যা, তারপর দশরথ ও পরে রামচন্দ্রের পূজা করতে হয়। পাদ্য অর্থাৎ দ্বিগুণ পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সন্ধ্যা অষ্টম প্রহরে অষ্টবধি পূজা করতে হয় এবং ব্রতকথা শুনতে রাত্রি অতিবাহতি করতে হয়। আবার পরদিন সকালে স্নান করে বধিমিত্তো শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করতে হয় এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়ে খাওয়াতে হয়। তারপর নিজের পান করতে ব্রত শেষ করতে হয়। এই ব্রতকথা শুনলে রোগী রোগমুক্ত হয়, দরিদ্র ধনবান এবং পুত্রহীনা পুত্রবর্তী হয়। ওই শ্রীরামনবমীর দিন রামচন্দ্রকে প্রণাম করে যেকোন কাজ করলে সফল মলে। এই তথিতিতে উপোস করে রাত্রি জাগে ও তর্পন করলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে ইস্টমন্ত্র জপ করতে মন্ত্রের পুনঃশ্চরণ হয়। দশমীর দিন ব্রাহ্মণদের যাওয়াতে ও দক্ষিণা দিতে হয়।

ব্রতফলঃ- এই ব্রতপালনে শ্রীরামচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে ব্রতীর মনবাসনা পূরণ করেন। এই ব্রত পালন করলে দুর্বসিহ গর্ভবন্তরূপা ভোগ করতে হয় না। এই রামনবমীর দিন রামচন্দ্রকে স্মরণ করে যে কাজ করা হয় তা সর্বাঙ্গীন সুসম্পন্ন সফল হয়ে থাকে। এই ব্রতটি অতি পুণ্য একটি ব্রত। এই ব্রত পালনে মহাপুণ্য হয়।

শ্রীরামকবচম্

ওঁ ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনম্। জানকীলক্ষ্মণপতেং জটামুকুটমণ্ডিতম্
॥ ১ ॥ শাসতিগুণধনুর্বাণ পাণিং নক্তঞ্চারান্তকম্। স্বলীলয়া জগৎ ত্রাতুমাবরিভূতমজং বিভুম্।
রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপঘ্নীং সর্ব্বকামদম্ ॥ ১ ॥

অস্য শ্রীরাম বচস্য বুদ্ধকটৌশিকি ঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা
শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থং জপে বনিয়েগঃ ॥ ওঁ শরিতো মৈ রাঘবঃ পাতুঃ ভালং দশরথাত্মজঃ।
কটৌশল্যেণো দৃশটো পাতু বশ্বেবামতিরপ্রযিঃ শ্রুতী ॥ ২ ॥

ঘ্রাণং পাতু মথত্রাতা মুখং সটামতিরবিংসলঃ। জহিবাং বদ্যানধিপাতু কণ্ঠং ভরত বন্দতিঃ ॥
৩ ॥ স্কন্ধটো দবিষ যুধঃ পাতু ভুজটো ভগ্নশেকার্ম্মকঃ। করটো সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং
জামদগ্নজিৎ ॥ ৪ ॥

বক্ষঃ পাতু কবন্ধারিস্তনটো গীর্বাণবন্দতিঃ। পার্শ্বটো কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিক্ষিকুনন্দনঃ
॥ ৫ ॥ মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্ববদাশ্রয়ঃ। গুহ্যং জতিনেদ্রযিঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু

রঘুত্তমঃ ॥ ৬ ॥

সুগ্রীবশেঃ কটং পাতু সখিনি হনুমপ্রভু। উরু রঘুত্তমঃ পাতু রক্ষঃকুলবিনাশকৃৎ ॥ ৭ ॥ জানুনী
সতেকৃৎ পাতু জঙ্ঘদশেমখাস্তকঃ। পাদটৌ বভীষণঃ শ্রীদঃ পাতু রামমোহখলিং বপুঃ ॥ ৮ ॥

এতাং রামবলোপতেং রক্ষাং যঃ সুকৃতী পঠেৎ। স চরিয়ুঃ সুখী পুত্রী বজ্রিযী বনিযী ভবৎ ॥ ৯ ॥
পাতাল ভূতলব্যোমচারণি ছদ্মচারণিঃ। ন দ্রুষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষতিং রামনামভিঃ ॥ ১০ ॥

রামতেরি রামভদ্রতেরি রামচন্দ্রতেরি বা স্মরন। নরো ন লপ্যতে পাপরৈতুক্তিং মুক্তকি বিন্দতি
॥ ১১ ॥ জগজ্জৈতৈরকৈ মন্ত্রণে রামনাম্নাভি রক্ষতিম্। যঃ করে ধারয়ৎ তস্য ০ করস্থাঃ
সব্বসদ্বিধ্যঃ ॥ ১২ ॥

ভূরুজপত্রে ত্রিমাং বদিয়াং গন্ধচন্দনচর্চ্চতিম্। কৃত্বা বট ধারয়দ্ যস্তু সোহভীষ্টং
ফলমাপুয়াৎ ॥ ১৩ ॥ কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবৎ। বহুবপত্যা জীবৎসা সা
ভবনোত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

বজ্রপঞ্জনামদেং যঃ রামকবচং পঠেৎ। অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্ ॥ ১৫ ॥
আদুষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামমিৎ হরিঃ। তথা লখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুদ্ধকৌশিকিঃ
॥ ১৬ ॥

ধন্বনিটৌ বদধনসিত্রিংশটৌ কাকপক্ষধরটৌ শুভটৌ। বীরটৌ মাং পথরিক্ষডোং তাবুভটৌ
রামলক্ষ্মণটৌ ॥ ১৭ ॥ তরুণটৌ রূপসম্পন্নটৌ সুকুমারটৌ মহাবলটৌ। পুণ্ডরীক বশিলাক্ষটৌ
চীরকৃষ্ণাজনিম্বরটৌ ॥ ১৮ ॥

ফলমূলাশনিটৌ দান্টটৌ তাপসটৌ ব্রহ্মচারিণটৌ, পুত্রটৌ দশরথস্যতেটৌ ভ্রাতরটৌ রামলক্ষ্মণটৌ
॥ ১৯ ॥ শরণ্যটৌ সর্ব্বসত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠটৌ সর্ব্ববধনুত্থতাম্। রক্ষঃকুলনহিস্তা রটৌ ত্রায়তোং
বটৌ রঘুপ্তমটৌ ॥ ২০ ॥

আত্সজ্য ধনুযাবিষু স্পৃশাবক্ষ্য। শূগণযিঙ্গ সঙ্গনিটৌ। রক্ষণায় মম রামলক্ষ্মণাবগ্গরতঃ পথি
যদবৈ গচ্ছতাম্ ॥ ২১ ॥ সন্দন্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা। যচ্ছন মনোরথং চাস্মান্ রামঃ
পাতু সলক্ষ্মণঃ ॥ ২২ ॥

অগ্রতত্ত্ব নৃসিংহো মঃ পৃষ্ঠতো গরুডধ্বজঃ। পার্শ্বয্যোস্ত ধনুষ্মন্তটৌ সশরটৌ
রামলক্ষ্মণটৌ ॥ ২৩ ॥ রামো দাশরথিঃ শুরো লক্ষ্মণানুচরো বলী। কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ
কৌশল্যয্যো রঘুত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

বদোস্তবদ্যো যজ্ঞশেঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। জানকীবল্লভঃ শ্রীমান্ প্রমথ্যে পরাক্রমঃ ॥ ২৫ ॥

॥ দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধন্বী বামে চ জানকী শূভা। পুরতো মারুতরিষস্য তং নমামি রঘুত্তমম্ ॥
২৬ ॥

আপদামপহত্তরং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্। গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূযো ভূযো নমাম্যহম্ ॥ ২৭ ॥
এতানিমম নামানিমভক্তো যঃ সদা পঠেৎ । অশ্বামধোযুতং পুণ্যং স প্রাপ্নোতিনি সংশয়ঃ ॥
২৮ ॥

রামচন্দ্রের ধ্যান মন্ত্র :

ওঁ কামলাঙ্গং বশিলাক্ষ-মন্দিবনীল-সমপ্রভং। দক্ষিণাংশে দশরথং
পুত্রাবশ্বেটন-তৎপরং।

পৃষ্ঠতো লক্ষণং দবেং সচ্ছত্রং কনকপ্ৰভং ॥

পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্ত-করাবুভৌ।

অগ্রং ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষণি ॥

পূজামন্ত্রঃ শ্রীরামচন্দ্রায়, নমঃ। বীজমন্ত্রঃ ওঁ রাম।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম:-ওঁ রামায়, রামচন্দ্রায়,
রামভদ্রায়, বধেসো, রঘুনাথায়, নাথায়, সীতায়াঃ পতয়ে
নমঃ॥

রামনবমীর মাহাত্ম্য

রামনবমীর দনি এই কাজগুলো করে নিজেরে সৌভাগ্য বৃদ্ধি করুন:-----

1. এই দিনি রাম সীতা এবং হনুমানজী একসঙ্গে রয়ছে এমন একটি ছবি বা মূর্তি স্থাপন করুন এবং তাতে কমলা রঙের স্দির ও লাল বা কমলা রঙের ওড়না অর্পণ করুন। যদি বাড়িতে সম্ভব না হয় তা হলে কোনও মন্দিরে গিয়েও এই কাজটি করতে পারেন।
2. এই দিনি কমলা রঙের স্দির দান করতে হবে। লাল রঙের স্দির নয়।
3. কয়েকটি কলাইয়ের ডালরে সঙ্গে অল্প দই এবং স্দির মাখিয়ে ননি। তার পর সেগুলো অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় সন্ধ্যাবলো চুপচাপ রেখে আসুন। রাখার পর পছিন ফরিতে আর দেখবেন না।
4. এই দিনি 9 জন কুমারীকে নজিরে বাড়িতে খাওয়ান। খাওয়ানোর সময় তাঁদের পছন্দ মতো কিছু জনিসি দান করুন।
5. এই দিনি একটি পতিলরে থালায় মাটির ন'টি গাওয়া ঘয়িরে প্রদীপ ঘরে জ্বলে রাখুন। যত ক্ষণ পর্যন্ত প্রদীপগুলো নজি থেকে না নভি যায় তত ক্ষণ জ্বলতে দিনি। এর ফলে বাড়িতে ধন সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
6. এই দিনি লাল কাপড়ে 11টি কড়ি কালো সুতো দিয়ে বঁধে আলমারিতে রেখে দিনি।
7. এই দিনি অবশ্যই পশু পাখিরে খাবার খাওয়ান।
8. 11টি অশ্বত্থ পাতা ভাল করে গুঁজালে খুয়ে পাতার ওপর স্দির দিয়ে 'শ্রীরাম' লখি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রেরে চরণে নবিদেন করুন।

